কৃষিই সমৃদ্ধি

“বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ”
এর আওতায়

“২০২৪-২৫ অর্থবছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ”

শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা

উপজেলা পর্যায়ের উপস্থাপনা :

উপজেলা কৃষি অফিস
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

এক নজরে উপজেলার সাধারণ তথ্য

ক্রম	বিষয়	সংখ্যা /পরিমাণ
০১	পৌরসভা	০১ টি
০২	ইউনিয়ন	১২ টি
০৩	ব্লক	৩৭ টি
০৪	জনসংখ্যা	২,৭১,৯০৫ জন
০৫	পুরুষ	১,৩২,২০০ জন
০৬	মহিলা	১,৩৯,৭০৫ জন

ভিশন ও মিশন:

- **রূপকল্প (Vision) : ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন।**

- **অভিলক্ষ্য (Mission):** টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেনীর কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

এক নজরে উপজেলার কৃষি বিষয়ক তথ্য

ক্রম	বিষয়	সংখ্যা /পরিমাণ
১	উপজেলার আয়তন	৩২,৭৭৭ হে.
২	আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ	২৬,১৫০
৩	সাময়িক পতিত জমি	১২,২৫
৪	স্থায়ী পতিত জমি	২৬০
৫	এক ফসলী জমি	৯৫০ (৩.৮৫%)
৬	দুই ফসলী জমি	২০,১৬০ (৮১.৭৫%)
৭	তিন ফসলী জমি	৩৫৪৫ (১৪.৩৭%)
৮	চার ফসলি জমি	০৫ হে.(০.০২%)

এক নজরে উপজেলার কৃষি বিষয়ক তথ্য

ক্রম	বিষয়	সংখ্যা /পরিমাণ
৯	নিট ফসলী জমি	২৪,৬৬০
১০	মোট ফসলী জমি	৫১,৯২০
১১	ফসলের নিবিড়তা	২১০.৫%
১২	জমি ব্যবহারের ঘনত্ব	৭৫.২৪ %

প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস

ক্রম	শস্য বিন্যাস	জমির পরিমাণ (হে.)
০১	বোরো- পতিত-রোপা আমন	১৯,৬০০
০২	সরিষা-বোরো-পতিত-রোপা আমন	১৭৫০
০৩	সবজি-পতিত-রোপা আমন	৪৫০
০৪	বোরো- আউশ-রোপা আমন	৩০০
০৫	সবজি-সবজি-সবজি	২৯০

উপজেলার শস্য নিবিড়তার বছরওয়ারী তথ্য (২০২০-২৫)

অর্থবছর	নিবিড়তা
২০২০-২১	২০৪
২০২১-২২	২০৫
২০২২--২৩	২০৬
২০২৩-২৪	২০৮
২০২৪-২৫	২১০

প্রকল্পের বরাদ্দের তথ্য

অর্থবছর	বরাদ্দ (টাকা)	খরচ (টাকা)
২০২০-২১	৮,৪৪,৫০০	৮,৪৪,৫০০
২০২১-২২	২৭,৫৩,৫০০	২৭,৫৩,৫০০
২০২২-২৩	১৮,৩৬,২০০	১৮,৩৬,২০০
২০২৩-২৪	২৭,৪১,৮০০	২৭,৪১,৮০০
২০২৪-২৫	১৮,৫৩,৫০০	১৮,৫৩,৫০০

প্রকল্পের আওতায় উপজেলায় বরাদ্দ

বিষয়	২০২০-২১ , ২০২১-২২ , ২০২২-২৩ ও২০২৩-২৪ অর্থবছর (সংখ্যা/ব্যাচ)	অর্জন (সংখ্যা/ব্যাচ)	২০২৪-২৫ অর্থবছর (সংখ্যা/ব্যাচ)	অর্জন (সংখ্যা/ব্যাচ)
প্রদর্শনী	৩১৭ টি	৩১৭ টি	৮০ টি	৮০ টি
কৃষক প্রশিক্ষণ (নন গ্রুপ)	১+৩+১+২=৭ ব্যাচ	১+৩+১+২=৭ ব্যাচ	১ ব্যাচ	১ ব্যাচ
কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশার্স)	০+০+২+২= ৪ ব্যাচ	০+০+২+২= ৪ ব্যাচ	১ ব্যাচ	১ ব্যাচ
কৃষক প্রশিক্ষণ (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি)	৪+৭+২+১০=২৩ ব্যাচ	৪+৭+২+১০=২৩ ব্যাচ	৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ
মাঠ দিবস	৩+৯+৪+১৩=২৯ টি	৩+৯+৪+১৩=২৯ টি	৪ টি	৪ টি

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর নাম	প্রদর্শনীর সংখ্যা	প্রযুক্তির নাম	জাতের নাম
গম	১	দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	বারি গম ৩২, ৩৩
ভূট্টা	২	দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	দূরন্ত, পাইওনিয়ার
পেঁয়াজ	৪	মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	তাহেরপুরী
রঙ্গিন ফুল কপি	২	নন-ক্রিপার জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	ক্যারোটিনা
রসুন	২	মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	স্থানীয় উন্নত
ভার্মি কম্পোস্ট	৩	মাটির স্বাস্থ্য ও উত্তম সার ব্যবস্থাপনা	-
ধনিয়া	২	মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	মরক্কো
কালোজিরা	২	তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	স্থানীয় উন্নত
মরিচ	২	মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	ডিজে মাস্টার
মিষ্টি আলু	২	মিষ্টি আলু আবাদ বৃদ্ধি প্রযুক্তি	বারি-৮

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর নাম	প্রদর্শনীর সংখ্যা	প্রযুক্তির নাম	জাতের নাম
সরিষা	১৩	তেল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	বারি-১৪
মিশ্র ফল বাগান	২	মিশ্র ফল বাগান স্থাপন প্রযুক্তি	কাটিমন, চায়না-৩, কাগজী
মাসকালাই	২	ডাল ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	বারি-১, স্থানীয় উন্নত
বরবটি	০	ক্রিপার জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	-
তরমুজ	২	নতুন ফসল পরিচিতি	জামিরা, পাকিজা
বাঙ্গি	১	নতুন ফসল পরিচিতি	বিগ বস
লতি কচু	২	ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ	লতিরাজ
বোরো ধান	৫	দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	ব্রি ধান-১০২, ব্রি ধান-৯২

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর নাম	প্রদর্শনীর সংখ্যা	প্রযুক্তির নাম	জাতের নাম
আউশ ধান	৬	দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	ব্রি ধান ৯৮
হলুদ	২	মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	স্থানীয় উন্নত
আদা	৩	মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি	স্থানীয় উন্নত
পাট	১	আঁশ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	বিজেআরআই-১
আমন ধান	১০	দানা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	ব্রি ধান-১০৩, ব্রি ধান-৯৫, ব্রি ধান-৮৭,
একক ফল বাগান	২	একক ফল বাগান স্থাপন প্রযুক্তি	আম্রপালি, চায়না-৩
খামারজাত সার	৩	মাটির স্বাস্থ্য ও উত্তম সার ব্যবস্থাপনা	

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	স্থাপিত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাতের নাম
০১	আমন ধান বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী	০৫	০৫	ব্রিধান ১০৩

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	স্থাপিত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাত
০২	বোরো ধান বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী	০৫	০৫	বিনা ধান ২৫

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	স্থাপিত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাতের নাম
০৩	সরিষা বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী	০৭	০৭	বিনা সরিষা ১১

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাত
০৪	রঙ্গিন ফুলকপি চাষ প্রদর্শনী	০২	০২	ক্যারোটিনা

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাত
০৫	গম বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী	০১	০১	বারি গম ৩৩
০৬	ভুট্টা প্রদর্শনী	০২	০২	দুরন্ত ২
০৭	আউশ ধানের বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী	০৬	০৬	ব্রিধান ৯৮

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাত
০৮	ধনিয়া প্রদর্শনী	০২	০২	মরক্কো
০৯	কালোজিরা প্রদর্শনী	০২	০২	স্থানীয় উন্নত
১০	মিষ্টি আলু প্রদর্শনী	০২	০২	স্থানীয় উন্নত

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাতের নাম
১১	পিয়াজ প্রদর্শনী	০১	০১	তাহেরপুরী
১২	রসুন প্রদর্শনী	০১	০১	স্থানীয় উন্নত
১৩	মাসকালাই প্রদর্শনী	০২	০২	বিনা মাস ২

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাতের নাম
১৪	সবজি ক্রিপার প্রদর্শনী	০১	০১	মিষ্টি কুমড়া (সুইট
১৫	সবজি নন ক্রিপার প্রদর্শনী	০১	০১	বেগুন (নাকশী)
১৬	মরিচ প্রদর্শনী	০২	০২	হাইব্রিড বিজলী

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাতের নাম
১৭	তরমুজ প্রদর্শনী	০২	০২	অ্যাসিয়ান
১৮	বাঙ্গী প্রদর্শনী	০১	০১	হাইব্রিড (বিগবস)
১৯	লতিকচু প্রদর্শনী	০২	০২	লতিরাজ

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের প্রদর্শনীর তথ্য

ক্রম নং	প্রদর্শনীর ধরণ	বরাদ্দকৃত প্রদর্শনীর সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সংখ্যা	জাত
২০	আউশ প্রদর্শনী	০৬	০৬	ব্রিধান ৯৮
২১	হলুদ প্রদর্শনী	০১	০১	ডিমলা
২২	আদা প্রদর্শনী	০২	০২	বারি আদা ২
২৩	ভার্মি কম্পোস্ট	০১	০১	-
২৪	খামার জাত সার	০১	০১	-

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি বাস্তবায়িত মডেল গ্রাম

অর্থবছর	সংখ্যা	গ্রাম, ব্লক, ইউনিয়ন	সর্বশেষ অবস্থা
২০২১-২২	০১	১. চান্দের নন্নী, ভেদীকুড়া, নালিতাবাড়ী	মেরামতযোগ্য
২০২২-২৩	০২	১.শিমুলতলা , শিমুলতলা , বাঘবেড় ২.আন্ধারুপাড়া, আন্ধারুপাড়া , নয়াবিল	মেরামতযোগ্য

প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি বাস্তবায়িত পলিনেট হাউজ

অর্থবছর	সংখ্যা	গ্রাম, ব্লক, ইউনিয়ন	সর্বশেষ অবস্থা
২০২১-২২	০১	নয়াবির, নয়াবিল, নয়াবিল	মেরামতযোগ্য
২০২২-২৩	০১	পানিহাতা, রামচন্দ্রকুড়া, রামচন্দ্রকুড়া	মেরামতযোগ্য
২০২৩-২৪	০১	রাজনগর,রাজনগর, রাজনগর	মেরামতযোগ্য

মডেল গ্রাম

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
কৃষিই হবে দুর্বার
মডেল গ্রাম
বাড়ি নং-০২
কৃষকের নাম : সৈয়দ আহাম্মদ
গ্রাম: চান্দের নল্লী
১। নিরাপদ সবজি বাগান
২। মিশ্র ফল বাগান
৩। সবজি, ফল ও ঔষধি চারার বেড
৪। ভার্মি কম্পোস্ট শেড
৫। খামারজাত সার উৎপাদন শেড
৬। মাটির গোবর মিশ্রন শেড
৭। ঔষধি গাছের বাগান
ঔষধি গাছ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
নালিতাবাড়ী, শেরপুর
vivo V21e · Wasif
06 Feb 2022, 13:22

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
কৃষিই হবে দুর্বার
মডেল গ্রাম
বাড়ি নং-০৩
কৃষকের নাম : মোঃ শাহজাহান মিয়া
গ্রাম: কালিনগর
১। নিরাপদ সবজি বাগান
২। মিশ্র ফল বাগান
৩। সবজি, ফল ও ঔষধি চারার বেড
৪। ভার্মি কম্পোস্ট শেড
৫। খামারজাত সার উৎপাদন শেড
৬। মাটির গোবর মিশ্রন শেড
৭। ঔষধি গাছের বাগান
ঔষধি গাছ
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
নালিতাবাড়ী, শেরপুর

মডেল গ্রাম

কৃষিই সমৃদ্ধি
বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
মডেল গ্রাম
কম্পোনেন্ট: ০১
নিরাপদ সবজি বাগান
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
নালিতাবাড়ী, শেরপুর
vivo V21e - Wasif
06 Feb 2022, 13:15

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প
মডেল গ্রাম
কম্পোনেন্ট: ০৪
ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
নালিতাবাড়ী, শেরপুর
vivo V21e · Wasif
06 Feb 2022, 13:39

পলিনেট হাউজ

মিডিয়া কাভারেজ

নালিতাবাড়ীতে রঙিন ফুলকপি চাষ করে সফল সিরাজুল, আগ্রহ বাড়ছে অন্য চাষিদের

শাহাদত তালুকদার,নালিতাবাড়ী প্রতিনিধি

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় পাহাড়ি অঞ্চলে শীত যেমন বেশি, তেমনি অনেক ধরনের শাকসবজির দেখাও মেলে এই শীতকালে। মুলা, গাজর, শিম, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপিসহ বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ হয় এ উপজেলায়। তবে এবার দেখা মিললো একটু ব্যতিক্রমধর্মী রঙিন ফুলকপির চাষ। কোনোটির রঙ হলুদ আবার কোনোটির রঙ বেগুনি। কোনো রকম কীটনাশক ছাড়াই চাষ হচ্ছে এসব রঙিন ফুলকপি। সিরাজুল ইসলাম নামে একজন প্রান্তিক কৃষক। ৩৩ শতাংশ জমিতে রঙিন ফুলকপি চাষ করেছেন নালিতাবাড়ী উপজেলার বাঘবের ইউনিয়নের শিমুলতলা এলাকায়। প্রথমবারের মতো রঙিন ফুলকপি চাষে সফলতা পাওয়ায় আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই রঙিন ফুলকপি চাষ করবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি। কৃষক সিরাজের এই রঙিন ফুলকপির সৌন্দর্য উপভোগ করতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অনেকেই আসেন তার জমিতে। কেউ কেউ কিনে নিয়ে যান। আবার অনেকেই এই ফুলকপি চাষে আগ্রহ পোষণ করেন এবং পরামর্শ নেন। অনেকেই রঙিন ফুলকপির সঙ্গে ছবি তোলাসহ ভিডিও ধারণও করছেন রীতিমতো। এমন রঙিন ফুলকপির সাফল্যে খুশি স্থানীয় কৃষি অফিস। এ নিয়ে সিরাজ বলেন, সাধারণ হল্যান্ড জাতীয় সাদা ফুলকপি চাষ করে লোকসান হয়েছে। তাই প্রথম দিকে আমি সাধারণ বাঁধাকপি ও ফুলকপিই চাষ করতে চেয়েছিলাম। পরে মনে হলো একটু চাষ করেই দেখি রঙিন কপি কেমন হয়। পরে ৩৩ শতাংশ জমিতে চাষ করি। যেখানে হলুদ রঙের ফুলকপি ১২শ পিস, এর সাথে অল্প বাঁধাকপিও রোপণ করি। কোনো প্রকার কীটনাশক ব্যবহার ছাড়াই এগুলো চাষ করেছেন বলে জানান তিনি। প্রতিটি রঙিন ফুলকপির ওজন এক থেকে দুই কেজি পর্যন্ত হয়েছে। বাজারে পাইকারি ৬০-৭০ টাকা পিস হিসেবে ফুলকপি বিক্রি করেছি। আমার ৩৩ শতাংশ জমির সবগুলো কপি বিক্রি করতে পারলে ৭০ থেকে৮০ হাজার টাকার মতো বিক্রি হবে বলে আমি আশাবাদী। এদিকে রঙিন কপি নিয়ে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে মাঠ দিবস ২০২৪ এ উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনোয়ার হোসেন বক্তব্যে বলেন, কৃষিকে এখন আধুনিক পেশা হিসেবে আপনারা নিতে পারেন।আমাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করতে হবে।চাকুরির উপর নির্ভরশীল না হয়ে খুব সহজেই বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। এই কপি চাষে সফলতায় ওই এলাকার অনেক কৃষক আগামীতে রঙিন ফুলকপি ও বাঁধাকপি চাষ করবেন বলে জানিয়েছেন। এ নিয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ওয়াদুদ বলেন, আকর্ষণীয় সবজিগুলোর মধ্যে রঙিন কপি নিঃসন্দেহে একটি আকর্ষণীয় সবজি। রঙিন কপি চাষে বর্তমানে কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে। সেইসাথে মানবদেহের জন্য সাদা রঙের ফুলকপির চেয়ে এই রঙিন ফুলকপি অনেক পুষ্টিকর। অন্যদিকে কৃষক সিরাজের রঙিন ফুলকপি চাষের প্রচার প্রচারণার ফলে ভোক্তা ও বিক্রেতাদের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। । কীটনাশক ছাড়াই চাষাবাদ করা যাচ্ছে এই রঙিন কপি । এতে কৃষকেরা লাভবান হবেন। আশা করি আগামীতে এই সবজি চাষের পরিমাণও বাড়বে।

মিডিয়া কাভারেজ

রঙিন কপি চাষে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে মোহাম্মদ আলীর

মজুরুল আহসান,শেরপুর

রঙিন কপি চাষে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে চাষি মোহাম্মদ আলীর। অল্প জমিতে তিনি রঙিন ফুলকপি ও বাধাকপি চাষ করে লাভবান হয়েছেন বেশ। হলুদ ও বেগুনি রঙের এই রঙিন কপি স্বাদে যেমন মূল্যেও বেশি। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প নালিতাবাড়ী কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় রঙিন
কপি চাষ করেন চাষি মোহাম্মদ আলী। এই কপি চাষ করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করেন চাষি মোহাম্মদ আলী।

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার রামচন্দ্রকুড়া ইউনিয়নের পানিহাটায়
অপেক্ষাকৃত উঁচু ১৫ শতাংস জমিতে রঙিন ফুলকপি ও বাধাকপি চাষ করে
আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেন মোহাম্মদ আলী। প্রথম বছরই পরীক্ষামূলক এই কপি চাষ করে লাভবান হন এই চাষি। নালিতাবাড়ী উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তিনি এই রঙিন কপিচাষে উদ্বুদ্ধ হন। এ বছরও তিনি হলুদ ও বেগুনি রঙের ক্যারোটিনা জাতের ফুল ও বাধাকপি চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছেন। এসব কপির পুষ্টিগুণ ও চাহিদা রয়েছে ব্যাপক। এমনকি ক্ষেত থেকেই ক্রেতারা এই কপি ক্রয় করে নিয়ে যান। প্রতিটি কপি চাষি মোহাম্মদ আলী ৫০ টাকা মূল্যে বিক্রি করে সফল চাষি হিসেবে বেশ খুশি। শুধু তাই নয়, একই দাগের জমিতে মোহাম্মদ আলী আলু,টমেটো,মরিচ, মৌরি আবাদ করে সংসারের চাহিদা পূরণ করে বাড়তি আয় করছেন অনায়াসে। তার এই কৃষি আবাদ দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন স্থানীয় চাষিরা। অল্প জমিতে এসব নিত্য নতুন ও চাহিদাপূর্ণ রবিশস্য ও সবজি আবাদ করে একজন সফল চাষি হিসেবে নাম অর্জন করেছেন পাহাড়ি জনপদের মোহাম্মদ আলী। মাত্র ৭০ শতাংস জমি থেকে মোহাম্মদ আলী শীতকালীন বিভিন্ন সবজি সহ রঙিন কপি চাষ করে মাসে আয় করেন ৩০ হাজার টাকা। উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মানিক মিয়া বলেন-পরীক্ষামূলক এই রঙিন কপি চাষ করা হয়। স্থানীয় জাতের চেয়ে এই রঙিন কপি'র চাহিদা অনেক বেশি এবং আয়ও বেশি হয়। পুষ্টিগুন সম্পন্ন এই রঙিন কপি চাষে কৃষি অফিসের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

নালিতাবাড়ীতে নিরাপদ সবজি চাষের পলিনেট হাউস সমকাল

পলিনেট হাউসে নিরাপদ সবজি চাষ

■ নালিতাবাড়ী (শেরপুর) সংবাদদাতা

ভারি বৃষ্টিপাত, প্রচণ্ড তাপ, কীটপতঙ্গ, ভাইরাসজনিত রোগ সবজি চাষে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর থেকে নিরাপদে সবজি উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে পলিথিননেট হাউস (গ্রিনহাউস) প্রযুক্তি। এ পদ্ধতির মধ্যে কলমে টমেটো চাষ করে এলাকায় সাড়া ফেলেছেন নালিতাবাড়ী উপজেলার রুপাকুড়া গ্রামের কৃষক লতিফুল ইসলাম বকুল।

স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে জনা গেছে, চলতি বছর ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ১০ শতাংশ জমিতে তৈরি করা হয়েছে এই নান্দনিক পলিথিননেট হাউস। কৃষি বিভাগ থেকে চাষাবাদের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বকুল। ১০ শতাংশ জমিতে তিনি রোপণ করেন গ্রীষ্মকালীন টমেটো। প্রতিটি গাছে টমেটো ধরতে শুরু করেছে। এখান থেকে দেড় হাজার কেজি টমেটো পাবেন বলে তাঁর প্রত্যাশা, যার বাজারমূল্য প্রায় দুই লাখ টাকা। গাছের পরিচর্যায় খরচ হয়েছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা।

পলিথিননেট হাউস বিষয়ে বকুল জানান, লোহার পাইপের খুঁটির ওপর লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে ঘরের মতো করে চারদিকে পলিথিন দিয়ে তৈরি করা হয় পলিথিননেট হাউস। পলিথিনের নিচে সূর্যের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়েছে ২০০ মাইক্রোন ইউভি নেট। পলিথিননেট হাউসের ভেতরের তাপমাত্রা ও কৃত্রিম আবহাওয়ার পরিবেশ গড়ে তুলতে আরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ওপরের অংশে কুয়াশার মতো পানি পড়ার জন্য স্প্রিংলার সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা ঝর্ণার মতো পানি ঝরে গাছের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর কবীর জানান, ইউভি পলিথিনের আচ্ছাদন থাকায় এতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি ভেতরে প্রবেশে বাধা পায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ফসল অক্ষত থাকে। বিশেষ করে চারা কলমের জন্য এটি বেশি নিরাপদ।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা (প্রদর্শনী)

ক্র. নং	মৌসুম	প্রদর্শনীর নাম	সংখ্যা
১	রবি	সরিষা	২০
২		বোরো	১২
৩		ভুট্টা	১৫
৪		পিয়াজ	৮
৫		সবজি	১০
৬		ভার্মি কম্পোস্ট	২০
৭		রসুন	৬
৮	খরিফ-২	আমন	১৫
৯		সবজি	৫
১০		খামারজাত সার	১০

২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা (প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস ও অন্যান্য)

ক্র.নং	বিষয়	সংখ্যা
১	কৃষক প্রশিক্ষণ	২০ ব্যাচ
২	কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	৩ টি
৩	মাঠ দিবস	১৫ টি
৪	পলিনেট হাউজ	২ টি
৫	মডেল গ্রাম	২ টি

প্রকল্পের প্রভাব

১

প্রকল্পের প্রভাব

- উপজেলায় আবাদকৃত ৮০ ভাগ লতিকচুর স্থানীয় জাত লতিরাজ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব

- অনাবাদী ও পতিত জমিতে পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন, পানিকচু, লতিকচু, ওল কচু, গাছআলু, আদা, হলুদ চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি

প্রকল্পের প্রভাব

- নালিতাবাড়ী উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারী ও পুরুষদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকায় নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ (সাইট্রাস বাগান, বিভিন্ন ফলের বাগান, মাসকালাই, হলুদ, বস্তায় আদা চাষ)।

প্রকল্পের প্রভাব

- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের সহায়তায় ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ২ লক্ষ বস্তায় আদা চাষ করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব

- ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন শেড বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে।

ভার্মি কম্পোষ্ট সারের বাজার ব্যাবস্থাপনা করছে নালিতাবাড়ী কৃষি বিভাগ

Share

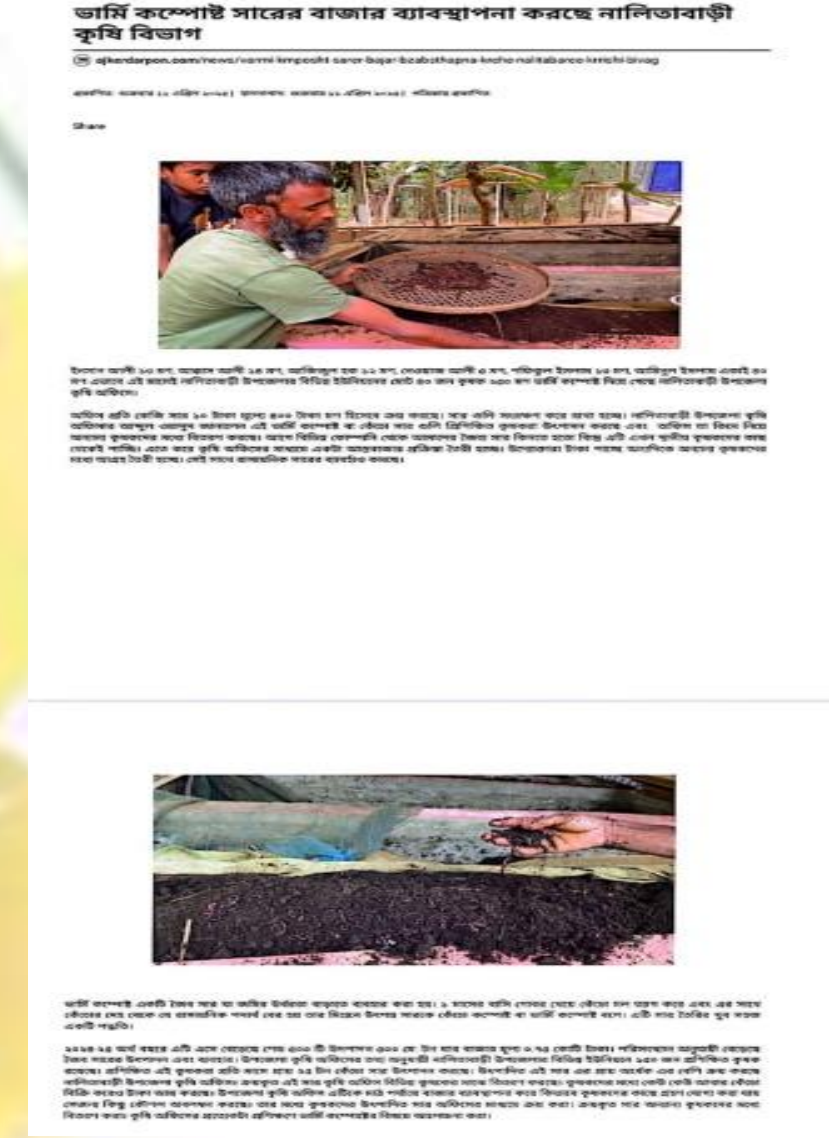

প্রকল্পের প্রভাব

- ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের সহায়তায় ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ২১৪৬ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছে।

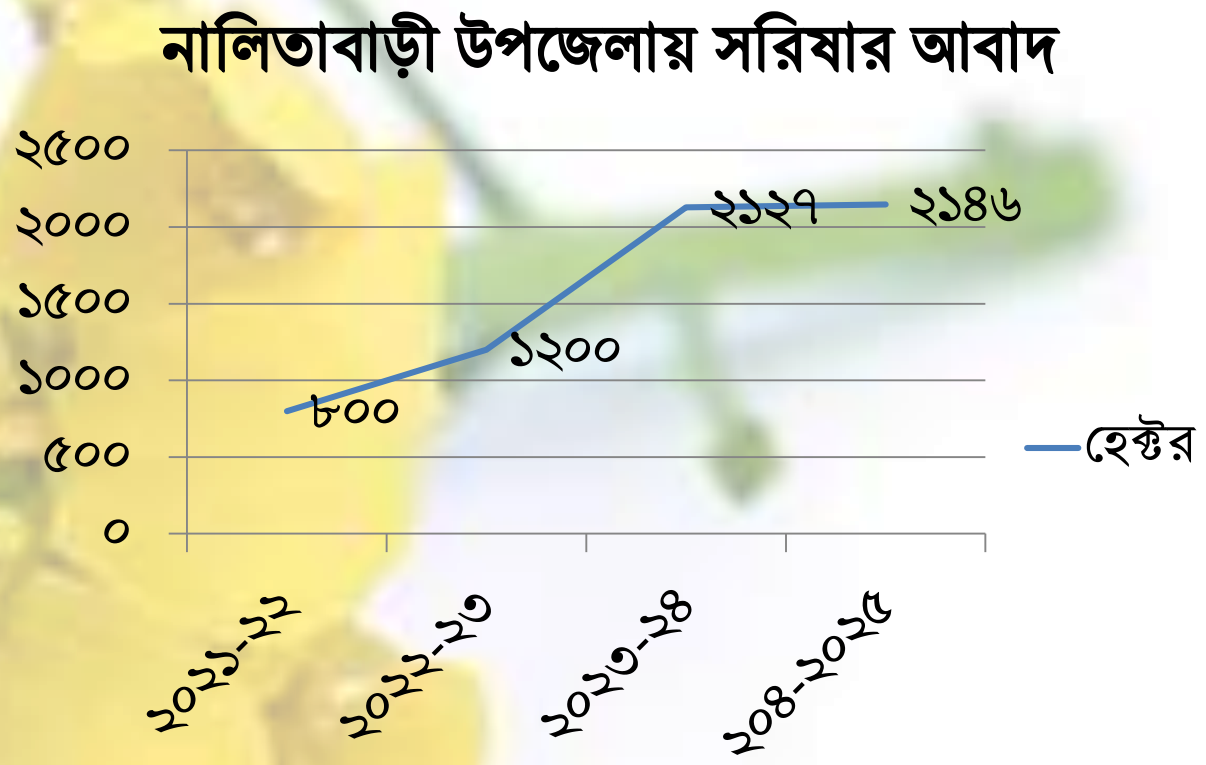

প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণে সরবরাহকৃত সরিষার বীজের প্রভাব

জেলা	উপজেলা	অর্থ বছর	কৃষক ব্যাচ (সংখ্যা)	মোট কৃষক (সংখ্যা)	সরবারাহকৃত সরিষার বীজের মোট পরিমাণ (কেজি)	জাতের নাম	আবাদকৃত জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (হেক্টর/মে.টন)
শেরপুর	নালিতাবাড়ী	২০২৪-২০২৫	০৩	৯০	১৮০	বিনা সরিষা ১১ বারি সরিষা ১৪	২৪	৩৩

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম প্রভাব

- আউশ, আদা, হলুদ, পাট আবাদের মাধ্যমে পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।
- শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করার জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎসাহিত করা যাচ্ছে।
- এক ও দুই ফসলী জমি প্রকল্পের আওতায় ক্রমান্বয়ে তিন/চার ফসলি জমিতে পরিণত হচ্ছে।
- অপ্রচলিত ফসল চাষ করার প্রতি কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে।
- প্রশিক্ষণের ফলে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণে স্বল্প জীবনকালীন ফসলের প্রতি কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে।
- ফসলের উৎপাদন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বসত বাড়ীতে সবজি ও পুষ্টি বাগান স্থাপনের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীরা কৃষির মূল স্রোতে ফিরে আসছে।

চাষাবাদ যোগ্য জমিতে আবাদ পরিকল্পনা (২০২৫-২৬)

অনাবাদী জমির পরিমান(হেঃ)	প্রস্তাবিত ফসল	কৌশল
০৫	ভূট্টা, মিষ্টি আলু,চিনাবাদাম	ভোগাই নদীর চরে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে।
২৫	কাসাভা	অনাবাদী ও অনুর্বর পাহাড়ি জমিতে
১০	আদা ,হলুদ	বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ছায়াযুক্ত স্থানে আদা হলুদ চাষের মাধ্যমে।
১০	ফলবাগান	পাহাড়ে সাইট্রাস,কফি ও কাজুবাদাম বাগান স্থাপন এবং ও রাস্তার ধারে পুকুরপাড়ে ফল চাষের মাধ্যমে।
০২	পারিবারিক পুষ্টিবাগান	বসতবাড়ির আঙ্গিনায় অনাবাদী জমিতে পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপনের মাধ্যমে।
১৫	কচু	পানি জমে থাকা নিচু ও স্যাতস্যাতে জমিতে কচু চাষের মাধ্যেমে
১০	শাক সবজি	পাহাড়ি ও অনাবাদী জমিকে সেচের আওতায় আনয়নের

ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে আমরা প্রকল্পের কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ

প্রকল্পের কার্যক্রমে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে মতামত

- প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য অফিসার্স প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে যুতসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণ
- প্রকল্প খাত থেকে কৃষক প্রশিক্ষণ ও ডাটা সংরক্ষণের জন্য লেপটপ, ক্যামেরা সরবরাহ করা।

Goodbye
ধন্যবাদ